আহমদ বস্‌সাম সায়ী

নামায পুনরাবিষ্কার

মূল গ্রন্থ

ইআদাতু ইক্‌তিশাফিস্‌ সালাত
মুখতাসারু ইদারাতিস্‌ সালাত

বাংলা অনুবাদ
অধ্যাপক ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. এ. কিউ. এম. আবদুস শাকুর খন্দকার

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

নামায পুনরাবিষ্কার (নামায ব্যবস্থাপনা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ)

অনুবাদ ও গ্রন্থস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল: জুন ২০২০, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭, শাওয়াল ১৪৪১

প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০

ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৫০৯, ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৯২৩ ৪৮ ৯১ ৬৫

ই-মেইল: biitpublications@gmail.com

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Namaz Punorabiskar *(*Bangla translation of the Arabic book *Eadatu iktishafis salat mukhtasaru idaratis salat)* written by Ahmad Bassam Saeh; translated into bengali by Prof. Dr. Mahfuzur Rahman; published by BIIT Publications, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka- 1230;
Phone: 02-58954256, 02-58957509.
E-mail: biitpublications@gmail.com

Price: Taka 200.00 only

ISBN: 978-984-94911-1-8

অনুবাদকের কথা

ইসলামে ঈমানের পর নামাযের স্থান। ঈমান না এনে যেমন কারো পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি নামায আদায় না করে কারো পক্ষে পরিপূর্ণভাবে মুসলমান থাকা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে নামাযের ব্যাপারে বেশ শৈথিল্য রয়েছে। আর আমাদের মধ্যে যারা নামায আদায় করি; এ নামায তাদের অধিকাংশকেই বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারছে না। অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দকার্য থেকে বিরত রাখে' (আল- কুরআন)।

ইসলামের এই অতিব গুরুত্বপূর্ণ রুকন সম্পর্কে লেখা 'নামায পুনরাবিষ্কার' (*ইয়াদাতু ইকতিশাফিস্ সালাত মুখতাসারু ইদারাতিস্ সালাত*) গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ গ্রন্থ। আমাদের নামাযের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আহমদ বস্সাম সা'য়ী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। আমাদের নামায যাতে আমাদেরকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দকার্য থেকে বিরত রাখে, আমাদের নামাযের প্রভাব যাতে আমাদের গোটা জীবনের ওপর পড়ে, আমাদের নামায যাতে আমাদের পরকালের মুক্তির উপায় হয়, সে উদ্দেশ্যেই তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। আমিও এতদুদ্দেশ্যেই বিআইআইটি'র অনুরোধে গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকারের ভাষা, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি ও স্টাইল আমার জন্য বেশ দুর্বোধ্য ছিল। তাই অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে বসি। গ্রন্থকারের ভাষা বেশ কঠিন হলেও অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আমি সাধারণ পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি যথাসাধ্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমার সফলতা ও ব্যর্থতার বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ন্যস্ত রইল।

পাঠকদের কাছে আমার এ অনুরোধ রইল যে, আমার এই অনুবাদকর্মে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে তাঁরা যেন সে ব্যাপারে আমাকে অথবা বিআইআইটিকে অবহিত করেন। আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে আমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন॥

অধ্যাপক ড. মাহ্ফুজুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূচি

আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ-সূচি	০১
নামায একটি বড় জিনিস... কিন্তু কেন?	০৮
নামায কেন আদায় করতে হবে?	০৮
ওয়াজিব থেকে হকের দিকে যাত্রা	১০
ওয়াজিব ও হকের মধ্যকার সীমানা	১৩
নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়া উপভোগ করা	১৫
কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করার মজা	১৯
নামায ধৈর্যের পাঠশালা	২১
আমরা কেন নামায আদায় করি?	২৫
নামায আমাদের কর্মপরিকল্পনাকে পুনর্বিন্যস্ত করে	২৬
নামাযের ছন্দ এবং জীবনের ছন্দ	৩৫
বৈচিত্র্য: সভ্যতার প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৩৮
খুশুখুযু‘র বৈচিত্র্যের গুরুত্ব	৪১
কেন নড়াচড়া ও অবস্থানের পরিবর্তন?	৪৩
আযানের বিস্ময়কর দশটি জিনিস	৪৫
দুটি অযু	৫৩
জামাআতের নামায: সভ্যতার গোপন রহস্য	৫৭
জুমু‘আর খুতবা: উন্নয়ন ও অগ্রসর চক্র	৬৭
এখান থেকে শুরু করতে হবে	৭২
নামাযের পাঁচটি রোল মডেল	৭৮
লাল চাবি নম্বর ১: আল্লাহু আকবার	৮৭
কিরাত ও তিলাওয়াতের মাঝে	৯০
আল কুরআনের নতুন ভাষা	৯২
উন্মুক্ত ভাষা ও সবুজ চত্বর	৯৪
সুরা ফাতিহা ও কিরাতের ভূমিকা	৯৭
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১০০
আর-রাহমান আর-রাহীম	১০৫
লাল চাবি নম্বর ২: ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন	১০৭

ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল্‌ মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহিম ১১০
সুরা ফাতিহায় মাদের স্টেশন ১১৪
রুকু সিজদার মৌলিকতা ১১৬
লাল চাবি নম্বর ৩: 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ' ১২০
লাল চাবি নম্বর ৪: 'আসসালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন' ১২৪
দোআ ও যিকিরের জন্য বসা ১২৭
ভাণ্ডার ১৩০
নামাযের যে মণিমুক্তা ও রত্ন কুড়ালেন তার ছক ১৩৩
আপনি নামাযের যেসব মণিমুক্তা হারালেন তার তালিকা ১৩৭
আপনার গোটা জীবন যেন নামাযে পরিণত হয় ১৩৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ- সূচি

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে আমাকে বলল, নামায ব্যবস্থাপনা আবার কী! আমি বললাম, দুনিয়ার কোনো বিষয়কে সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে লেখাপড়া করা যায়, অথচ সে মুনাফা একদিন বিলীন ও ফানা হয়ে যায়। তবে আখিরাতের কাজের জন্য কেন তা থেকে উত্তম ফলাফল ও সর্বোত্তম মুনাফা অর্জন অতীব জরুরি নয় যে মুনাফা হবে চিরস্থায়ী এবং তা থেকে এমন প্রতিফল পাওয়া যাবে যা কখনো কমিয়ে দেয়া হবে না। তাহলে কেন এই ব্যবস্থাপনা থাকবে না? নামাযের মতো অপর এমন কোনো কাজ আছে কি যা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ? যাকে নামাযের চেয়ে বেশি উত্তম ব্যবস্থাপনা, বেশি ফলদায়ক এবং বেশি সঞ্চয়কারী হিসেবে আদায় করা উচিত?

রমাদানের এক বিকেলে 'অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সৌদি ছাত্র ফোরাম আমাকে ইফতারের অল্প আগে একটি বক্তৃতা দেয়ার জন্য দা'ওয়াত দিলো। তখন আমি আলোচনার বিষয় ঠিক করলাম 'নামায ব্যবস্থাপনা'। নির্ধারিত সময়ে আমি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন আমার হাতে থাকা ছোট্ট একটি কাগজে নামায সংক্রান্ত আল কুরআনের দুটি আয়াত ও রসুল সা.-এর দুটি হাদিস লেখা ছিল। আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রথাগতভাবে সালাম দিলাম। তারপর কাগজটি খুলে অতি দ্রুততার সাথে তড়িঘড়ি করে এক মিনিটের মধ্যেই আমার খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আয়াত ও হাদিস পাঠ করে ফেললাম। এর ফলে তারা আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে কেউ বুঝতে পারল না। তারপর কাগজটি ভাজ করে পকেটে রেখে বললাম, আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও । এ মুহূর্তে তোমাদের ছেড়ে অনিবার্য কারণবশত আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। কেননা এখন তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি গুররুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তির সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এ কথা বলে তাদেরকে সালাম জানিয়ে আমি আমার ব্যাগ হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি তখন তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ভাব লক্ষ করলাম। আমার কর্মকাণ্ড দেখে তখন কিছুক্ষণের জন্য তারা নির্বাক হয়ে গেল। আমি যা বলছিলাম ও করছিলাম তারা তা অবিশ্বাস্য মনে করছিল। তাছাড়া তারা এ আচরণের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিল।

এটি ছিল যাদেরকে আমি সময় দেবো বলে ওয়াদা করেছিলাম, তাদের সাথে আমার একটি অশিষ্টাচারজনিত কাজের প্রতিক্রিয়া। এ ধরনের কাজ যদি আমরা মহান আল্লাহ তাআলার সাথে করি, তাহলে এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে আপনারা কল্পনা করেন?

আমার তরফ থেকে যা ঘটে গেছে সেজন্য ক্ষমা চাইতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ছাত্রদের নিকট ফিরে এলাম।

আমি আবার কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললাম, তোমরা কি আমার ওপর ক্ষুব্ধ? ঠিক আছে, এ ধরনের আচরণ আমি তোমাদের সাথে একবার করেছি। এই যে আমি এখন ফিরে এসে ক্ষমা চাচ্ছি । কিন্তু আমরা এ ধরনের কাজ মহান আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচবার করে যাচ্ছি। তারপরও আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাওবা করে ফিরে আসি না।

কী চমৎকার সুযোগ! আর কি মহান ওয়াদা, আর কি সম্মানজনক উপলক্ষ, এসব আপনি নষ্ট করছেন মহান আল্লাহ তাআলার সামনে এভাবে সময়দানে কার্পণ্য করে। তার সম্মুখে এভাবে নামায আদায় করে! যদি একথা এভাবে বলা সঠিক হয়।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, আমি সৌদি ছাত্র ফোরামের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য,আল-কুরআনের আয়াত ও হাদিসসংবলিত আমার হাতে থাকা ছোট্ট একটি কাগজ থেকে পাঠ করেছিলাম, আমার স্মৃতি থেকে নয়। কোন বিষয়টি শ্রোতাদেরকে বেশি প্রভাবিত করে, তাদের সামনে কোনো কিছু থেকে দেখে দেখে পাঠ করা, নাকি আপনি যা বলতে চান তা স্মৃতি থেকে বলে যাওয়া? আমরা আমাদের নামাযে যা তিলাওয়াত করি তা সাধারণত যারা কিছু দেখে তিলাওয়াত করে তাদের মতো করেই তিলাওয়াত করি। এ তিলাওয়াত আমাদের মুখ হতে নিঃসৃত হয়; আমাদের হৃদয় হতে বের হয় না। আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে কোনো কিছু আমাদের মুখে মুখে উচ্চারণ করব, আর তা আমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে তিলাওয়াত করব এতদুভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য?

যে বিনিয়োগ প্রকল্পটি মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সোনার পাত্রে দান করেছেন, সেই প্রকল্পটি থেকে কিছুই অর্জন না করে অবহেলায় আমরা ফেলে দিচ্ছি। আমাদের এই যে উপেক্ষা ও অবহেলা -যদি আমরা নিজের সাথে যুক্তিবাদী

হই, তবে তা থেকে আমরা প্রত্যাখান ও উপেক্ষা আর শাস্তি ছাড়া আর কীই বা আশা করতে পারি? শাস্তি সেই অভিবাদনের জন্য যে অভিবাদন বিদ্রূপেরই অধিক নিকটতর। আর তাও করছি কার সাথে?

আমাদেরকে আমাদের নিজেদের আত্মাকে, নিজেদের ইবাদত-বন্দেগীকে এবং আমাদের চারপাশের সবকিছুকে অবিষ্কার করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে এমন চিন্তা-চেতনায় গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা তাদের চারপাশের সবকিছু পুনরাবিষ্কার করতে পারে। এমনকি যেসব আধুনিক আবিষ্কার তাদের সামনে আছে সেগুলোও। যদি আমরা চাই যে তারা রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার কাতার অতিক্রম করে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারবাদীদের কাতারে উপনীত হোক।

আমার মনে পড়ে, বিগত চল্লিশের দশকের শেষের কথা। যখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট বছর। তখন আমার মা 'লাযেকিয়া'য় তার এক খ্রিস্টান বান্ধবীর পরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে এক বিস্ময়কর রেডিও যন্ত্রের গল্প করছিলেন। সেই যন্ত্রটি তাঁদের ছেলে ফ্রান্স থেকে লেখাপড়া শেষ করে ফিরে আসার সময় নিয়ে এসেছিল। তখন আমার মা যন্ত্রটি সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তিনি বলেছিলেন, যন্ত্রটির সামনের দিক দিয়ে নাকি এমন একটি জানালা আছে যার মধ্য দিয়ে যিনি কথা বলছেন তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

সে রাত্রে আমি ঘুমাতে পারিনি। কারণ ওই ছোট্ট যন্ত্রটিতে কী করে ওই বেচারা কথককে ঢুকিয়ে তারপর যন্ত্রটির দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তা ভাবতে ভাবতে আমি পুরোরাত কাটিয়ে দিলাম। কীভাবে তাকে সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তা ভাবছিলাম। অবশ্যই একজন ছোটোখাটো মানুষ বাছাই করে নিয়ে তাকেই ওই ছোট্ট যন্ত্রটিতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তা সত্য। তবে কীভাবে ওই লোকটি...? ক্ষমা করবেন। এটিই ছিল আমার ছোটো বালক হিসেবে ছোট্ট মনের ভাবনা। রাতে ওয়াশরুমে কিংবা টয়লেটে যেতে হলে সে কীভাবে ওখান থেকে বের হয়? আর কোথায় সে তার প্রয়োজন সারে? এ ধরনের ডজন ডজন, শত শত প্রশ্ন আমার মনে সে রাতে উদিত হয়েছিল। এ প্রশ্নগুলো আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। অবশেষে একথা জানার পূর্বে সেটি ছিল একটি টেলিভিশন। এসব প্রশ্ন আমার কল্পনায় তখনও ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং দীর্ঘকাল আমাকে উৎকলিত করে রেখেছিল।

এখন আমাদের শিশুরা জন্ম নেয় আর তাদের সামনে থাকে রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, টেলিফোন, কম্পিউটার, রিমোটকন্ট্রোল, কৃত্রিম উপগ্রহ, বিমান, গাড়ি, তাদের বাড়ি-ঘর ও বাইরে বিস্ময়কর সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। তাই তারা এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব নিয়ে খুব একটা ভাবে না। যাঁরা এসব যন্ত্র আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব নিয়েও তারা ভাবে না। আর যে সময় আমরা এসব যন্ত্র আবিষ্কার করলাম সে সময়ের মহত্ত্ব নিয়েও তারা ভাবে না। তাদেরকে এসব যন্ত্র অবিষ্কারের মহত্ত্ব ও আবিষ্কারকদের মহত্ত্ব অনুধাবন করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারা যাতে তাদের নিজেদের হৃদয়ে তাদের চারপাশের উদ্ভাবন, অবিষ্কারের গুরুত্ব এবং আবিষ্কারকদের শ্রেষ্ঠত্ব আনুধাবন করতে পারে। যাতে তারা এই সৃষ্টিজগতের মাঝে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পারে। এটি যেন তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পুনরাবিষ্কারের দিকে চালিত করে এবং তা তাদের নিজেদের মধ্যে ও তাদের চারপাশে। যেন পরিচালিত করে এই সৃষ্টিজগতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব পুনরাবিষ্কারের দিকে। যেন পরিচালিত করে তাদের নিজেদের জীবন, ধর্ম ও উপাসনাকে পুনরাবিষ্কারের দিকে। অতঃপর ঝেড়ে ফেলে পার্থিব প্রেম-প্রণয়, রীতি-প্রথা ও এসবের পুনরাবৃত্তি। যেন তাদের জীবন, তাদের ধর্ম ও তাদের উপাসনা তাদের কাছে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়। তাদের চোখের পর্দা নতুনভাবে দৃষ্ট হয়। তারা তাতে নতুনত্বের স্বাদ পায়। যেন তাদের কাছে মনে হয় যে, তারা এই ইবাদত সম্পর্কে প্রথমবার অবগত হয়েছে। প্রথমবারের মতো তার স্বাদ গ্রহণ করেছে। আমরা আল কুরআনের সত্যিকারের এ কিতাবের অনেক আয়াতে দেখতে পাব যে, আমরা যেন আমাদের ইবাদতগুলোকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারি তাই আল কুরআন আমাদেরকে শেখাতে চায়।

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ
فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ 3 ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ
إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ 4﴾ [الملك: 3، 4]

তিনিই সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। আপনি আবার দৃষ্টি ফেরান, কোনো ত্রুটি দেখতে পান কি? দ্বিতীয়বার চোখ ঘুরিয়ে

আবার চেয়ে দেখুন; আপনার দৃষ্টি নিস্তেজ হয়ে ফিরে আসবে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়বে [সুরা আল মুলক: ৩-৪]।

﴿ أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ فَوۡقَهُمۡ صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَۚ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءِۭ بَصِيرٌ 19﴾ [الملك: 19]

তারা কি লক্ষ করেনি তাদের উপরস্থ পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া অন্য কেউ এদেরকে স্থির রাখে না। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা [সুরা আল মুলক: ১৯]।

﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَآؤُكُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يَأۡتِيكُم بِمَآءٖ مَّعِينِۭ 30 ﴾ [الملك: 30]

বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দেবে? [সুরা আল মুলক: ৩০]

আল কুরআনের অধিকাংশ সুরা ও আয়াতে এই পদ্ধতির কথাই বার বার ব্যক্ত করা হয়েছে। যে সমাজ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে ও সম্মুখে এগিয়ে যায়, সে সমাজ নিজেকে এবং তার চারপাশের সবকিছুকে সর্বদা পুনরাবিষ্কারের অবস্থায় দেখতে পায়। একারণে সে সমাজ সর্বদা তথা প্রতি প্রজন্মে ইমান ও সভ্যতার এক নতুন যাত্রা লাভ করবে। আমরা প্রতিদিন সকালবেলা এমন একটি আনকোরা নতুন চশমা পরার আমন্ত্রণ পাই যেন তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে অবলোকন করতে পারি এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বকেও দেখতে পাই। আমরা যেন বিশ্বকে নতুনভাবে দেখতে পারছি। আমরা তখন দেখতে পাব এ চশমার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কতো নিকটে পৌঁছে গেছি!

আমাদের সমাজজীবন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একাডেমিক ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবস্থাপনাবিষয়ক এমন কিছু পাঠ্যবিষয় ও কোর্স ছড়িয়ে পড়েছে, যাতে আমাদের উন্নয়নমূলক প্রকল্প শিল্প-কারখানা ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প, কৃষি, শিল্প ও নির্মাণ প্রকল্পে উৎপাদনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নিয়ে অধ্যায়ন করা হয়। উচ্চশ্রেণি ও সাধারণ মানুষের জন্য যা লাভজনক এরকম সবকিছুর উৎপাদন নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। আমরা কি কখনো আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন কোনো বিশেষায়িত কোর্স কিংবা শৃঙ্খলা

বিভাগ খোলার কথা চিন্তা করেছি যেখানে এসব প্রকল্পের চেয়ে আরো বেশি কল্যাণকর, আরো বেশি উপকারী, আরো বেশি দীর্ঘস্থায়ী, আরো বেশি নিশ্চয়তা প্রদানকারী, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আরো বেশি উপকারী জিনিস উৎপাদন করার বিষয়ে অধ্যয়ন করা হবে? যা এসব ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী প্রকল্পের সাফল্যের মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করবে? সেই বিষয়টি হচ্ছে ইবাদত ব্যবস্থাপনা এবং তা পুনরাবিষ্কারের উপায় অনুসন্ধান করা। আর তার অন্যতম প্রধানটি হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামায ব্যবস্থাপনা। এটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সাক্ষাতের সময়সূচি। আর তা কতোই না উত্তম সময়সূচি!

এটি এমন একটি সাক্ষাত যা আমাদের ইবাদতসমূহের মধ্যে বা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের বিনিয়োগসমূহের সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ফরজ জিহাদ যা অত্যন্ত কঠিন, কষ্টকর ও বিপজ্জনক তা ইসলামি শরিআতের ক্রমধারায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে নেই। তার স্থান হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ে। তার আগের স্থান দখল করে আছে বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণ। আর তারও আগের স্থান দখল করে আছে সময়মতো নামায আদায় করা।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি জবাব দিলেন, সময়মতো নামায আদায় করা। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর পরে কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণ করা। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর পরে কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, তারপর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]।[১]

এই হাদিসটি একটি বিস্ময়কর হাদিস। যদিও আমরা অধিকাংশ পাঠক হাদিসটি পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে ভদ্রলোকের মতো চলে যাই। এ হাদিসটি নামাযকে গুরুত্ব, ধৈর্যধারণ, সহিষ্ণুতা, সওয়াব এবং ফযিলতের দিক থেকে

---

[১] . হাদিস শরিফের ক্ষেত্রে রাবিরা যেসব টিকা ও ব্যাখ্যা বৃদ্ধি করেছে তা আমি প্রথম বন্ধনীতে (...) আর যে ব্যাখ্যা নিজে বৃদ্ধি করেছি তা দ্বিতীয় বন্ধনীতে [...], আর হাদিসের মধ্যে যদি কখনো কোন আয়াত এসে থাকে সেক্ষেত্রে আয়াতটি আমি তৃতীয় বন্ধনীতে {...} সংযোজন করেছি। আর হাদিসের ভাষার যে ব্যাখ্যা আমি সংযোজন করেছি তা আমি দুটি হাইফেনে - - এ সংযোজন করেছি। [লেখক]

জিহাদের বহুগুণ ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমাদের সত্যিই চিন্তা-ভাবনা করা জরুরি। বিশেষ করে এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা এটিকে আমাদের ওপর অনেক কঠিন কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তবে যারা (আল্লাহকে ভয় করেন) তারা ব্যতীত অন্যদের ওপর। এসব লোকেরা (খোদাভীরুরা) তাকে কখনো কষ্টকর ও কঠিন কর্ম হিসেবে দেখবে না। কারণ তারা তা ভয়ভীতি সহকারে আদায় করে বলে তাতে সান্ত্বনা, আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। তারা তাকে এমন সুউচ্চ প্রাচীর হিসেবে পায় যেখানে তারা তাদের জীবনে আশ্রয় নিতে পারে। বরং খুশুখুযুসহ ধীরে-সুস্থে নামায আদায় করলে, তার রুকু সিজদাগুলো যথাযথভাবে আদায় করলে, কিরাত অর্থ বুঝে চিন্তা-ভাবনার সাথে পড়লে এবং এত্‌মিনানের সাথে নামায আদায় করাকে আবশ্যক করে নিলে, সে নামায এমন একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যেখানে ছবর ও ধৈর্যধারণ, মানসিক স্থিরতা, নীরবতা, সহনশীলতা, বিনয়, অন্যকে উত্তমভাবে গ্রহণ করার, অন্যের কথা ভালো করে শোনার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তার, সকল অবস্থায় ন্যায়পরায়ণ থাকার, কারো ওপর হুকুমদান ও বিচারকালে আবেগতাড়িত না হওয়ার ও পক্ষপাতিত্ব না করার এবং মানুষের সাথে ও নিজের জীবনের সাথে আচরণকালে হিকমত অবলম্বনের প্রশিক্ষণ পাবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের একাধিক আয়াতে নামায আর ধৈর্যধারণকে একই সুতায় গাঁথবেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ 45 ﴾

[البقرة: 45]

আর তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ব্যতীত অন্যদের ওপর কঠিন (সুরা আল বাকারা: ৪৫)।

﴿ وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ ﴾ [طه: 132]

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামায আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর ধৈর্যশীল থাকো (সুরা ত্বাহা: ১৩২)।

নামায একটি বড় জিনিস... কিন্তু কেন?

নামায কেন আদায় করতে হবে?

কেন আমরা নামায আদায় করার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম ও এপয়েন্টমেন্টগুলো মুলতবি করব? কেন-ই-বা আমরা আমাদের কাজ-কর্ম ছেড়ে দেবো? কেন-ই-বা আমরা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রাখব? আর কেন-ই-বা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক-বন্ধ রাখব?

রসুল সা. কেন-ই-বা নামাযকে ইমান ও কুফুরির মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী বলে চিহ্নিত করেছেন? আর কেন-ই-বা রসুল সা. তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর বিছানাতেও 'তোমরা নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো; বলে নামাযের প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তা আদায় করার জন্য এত বেশি তাগিদ দিয়েছেন?

নামায কি আসলে একটি শাস্তি, নাকি পুরস্কার? যদি সত্যিই কঠিন বলে কিছু থাকে: তবে নামায আদায় করা কেন কঠিন কাজ হবে? যদি তা আদায় করতে আমরা কোনো আনন্দ অনুভব করে থাকি; তবে কেন-ই-বা তা আনন্দজনক হবে না? আর কেন-ই-বা তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে? আর কেন-ই-বা বিশেষ ধরনের কিছু কাজ করে এবং নির্দিষ্ট রাকাতে সংখ্যা সহকারে তা আদায় করতে হবে? কেন-ই-বা এই কিরাত ও নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে তা আদায় করতে হবে? কেন-ই-বা নামায সকল ধর্মে রয়েছে? আর কেন-ই-বা তা জিহাদ ও যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত লাভ করার চেয়েও উত্তম বলে পরিগণিত হবে? আর কেন-ই-বা তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সা.-এর কাছে এত বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করবে?

আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আমি এটি আবিষ্কার করার পূর্বে যে নামায আদায়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় একটি বাণিজ্যিক প্রকল্পের মালিক হতে পারি, যা আল্লাহ তাআলা বিনিয়োগ করার জন্য তার বাজেটের রশিদ হিসেবে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখেছেন- আমি বিগত পঞ্চাশটি বছর নামায আদায় করেছি। আমাকে এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য এবং তাতে বিনিয়োগ করার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি

গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। যাতে তা থেকে এমন সর্বাধিক ফলাফল ও সর্বোত্তম আনন্দ উপভোগ করতে পারি যা এই পৃথিবীতে একজন মানুষ কল্পনা করতে পারে।

যদি কখনো আপনার সৌভাগ্য হয়ে থাকে আর আপনি একটি ছোট্ট চিনির দানার জন্য পিঁপড়াদের বিবাদ ও সংঘাত দেখে থাকেন; তাহলে আপনি দেখেছেন যে, তারা প্রত্যেকেই দানাটি পাওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে। একটি আরেকটির পিঠের ওপর লাফ দিয়ে উঠছে দানাটির কাছে যাওয়ার জন্য। আরেকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পা কামড়ে ধরে তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, যাতে সে চিনির দানার কাছে পৌঁছতে না পারে। অপর একটি এটির সাথে কিংবা ওটির সাথে মারামারি করছে। আপনি এই ছোট্ট সেনাদলের মাঝে এ বিস্ময়কর সংঘাত দেখে অবশ্য হেসে ওঠবেন। তারা কেন সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে? তারা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে একটি ছোট্ট চিনির দানার জন্য, যার কোনো মূল্য নেই আপনার কাছে।

আপনি যদি সত্যিকারভাবে পরিপূর্ণ একটি নামায আদায় করে থাকেন; আর সে নামায আদায়ের সাথে সাথে আপনি একথাও অনুভব করেন যে, আপনি দুনিয়া থেকে উঠে গিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে গেছেন। তারপর আপনি আপনার সেই অতি সুউচ্চ অবস্থান থেকে আপনার নিচের এই দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছেন, যে দুনিয়া আপনি কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে গিয়েছিলেন আপনার নামাযের মাধ্যমে। তাহলে আপনি এই দুনিয়ার সবকিছুকে দেখতে পাবেন,- তা আপনার দৃষ্টিতে যতই বড় হোক না কেন- এত তুচ্ছ জিনিস হিসেবে যা চোখে দেখা যায় না। আপনি আরো দেখতে পাবেন যে তুচ্ছ চিনির দানার জন্য পিঁপড়ারা বিবাদ ও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল সেই দানাটি হচ্ছে আপনার এই তুচ্ছ দুনিয়া। যে পিঁপড়াগুলো এই তুচ্ছ দানাটি পাওয়ার জন্য বিবাদ ও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল আমরা মানুষেরাই হচ্ছি সেই পিঁপড়ার দল। যারা পরস্পরের সাথে বিবাদ ও সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছি। আপনি তাকে মারছেন বা সে আপনাকে মারছে। আপনি তার সাথে শত্রুতা করছেন বা সে আপনার সাথে শত্রুতা করছে। অবশেষে আপনি তাকে পরাজিত করে চিনির দানাটি লাভ করছেন কিংবা আপনাকে পরাজিত করে চিনির দানাটি সে লাভ করছে।

ওয়াজিব থেকে হকের দিকে যাত্রা

আমাদের শরী'আতে নামায একটি ফরয কর্ম হিসেবে শুরু হয়। 'তোমাদের সন্তানদেরকে নামায আদায় করার আদেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়; তখন তা আদায় না করার জন্য তাদেরকে -প্রয়োজনে- প্রহার করো।' [ইমাম আহমদ হাদিসটি আমর ইবন শোআইব হতে তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন]। এ কারণেই 'কোনো মানুষকে কাফির বলে অভিহিত করার পথে আড়াল হলো; নামায তরক করা।' [ইমাম মুসলিম কর্তৃক জাবির ইবন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত]।

তবে মানুষের জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ যখন কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হয়; তখন সে নামাযের প্রকৃতি ও তার রাসায়নিক মূল্য অনুধাবন করতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তখন তার কাছে ওয়াজিবের অর্থ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হয়ে ধীরে ধীরে হকের (সত্যের) অর্থ দখল করে নেয়।

আপনি কি কখনো দেখেছেন আমরা কীভাবে ছোট্ট শিশুদেরকে ওষুধ খেতে না চাইলে খাওয়াবার জন্য জোরজবরদস্তি করি? তবে সময় গড়াতে গড়াতে ছোট্ট শিশুটি যখন পর্যায়ক্রমে শিশু থেকে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হয়; তখন তার কাছে ওষুধের অর্থ ধীরে ধীরে ওয়াজিবের (আবশ্যকের) স্তর থেকে হকের (সত্যের) স্তরে উপনীত হয়। তখন সে পরোপুরিভাবে বুঝতে পারে যে, এই ওষুধ তার প্রাণ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে; তার সুস্থতা ফিরিয়ে আনবে।

ধরুন, আপনার খুব পছন্দ হয়েছে এরকম একটি বড় বাড়ি আপনি ভাড়া নিতে চাচ্ছেন। আপনি বাড়িটির সৌন্দর্য, এর প্রশস্ততা, এর সুন্দর অবস্থান, এর মূল্যবান আসবাবপত্র ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। যখন আপনার ইচ্ছা সুদৃঢ় হলো, তখন আপনি ভাড়া নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাড়া নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাড়িওয়ালার সাথে আপনি কথা বলতে বসলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, বাড়িওয়ালা আপনাকে বলছে এই বাড়িটির ভাড়া হচ্ছে আপনি প্রতিদিন আমার খরচে আমার বাড়িতে দুবেলা সুস্বাদু খাবার খাবেন। আমি আপনার কাছে এর বেশি কিছু চাই না!

এটি কেমন ধরনের অতি সম্মানজনক একটি প্রস্তাব? আপনি কি এরূপ মনে করছেন? এটি হচ্ছে সেই প্রস্তাব যেটি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি